দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 DEC 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

243

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য কি ?

সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পদবী ও স্কেলের শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন বৃটিশ শাসন আমল থেকে। যেমন—প্রধান শিক্ষক।শিক্ষিকা, সহকারী প্রধান শিক্ষক।শিক্ষিকা, সহকার শিক্ষক শিক্ষিকা, মাতৃভাষা বা ভার্নাকুলার শিক্ষক।শিক্ষিকা, জুনিয়র ক্লাসিক্যাল শিক্ষক,পণ্ডিত,শরীর চর্চা শিক্ষক/শিক্ষিকা, সঙ্গীত শিক্ষক। শিক্ষিকা ইত্যাদি। প্রত্যেক পদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন ছিল পাকিস্তান আমল পর্যন্ত। যেমন সহকারী শিক্ষক শিক্ষিকাকে স্নাতক ও বিটি।বি এড হতে হবে। ভার্নাকুলার শিক্ষককে আই এ, পি টি আই বা সি ইন এড হতে হবে, শরীর চর্চা শিক্ষককে স্নাতক ও শরীরচর্চায় ডিপ্লোমা বা বি,পি, এড হতে হবে প্রভৃতি। এম, এল, রিপোর্টে সব তালগোল পাকিয়ে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নাম দেয়া হলো। ফলে ডিগ্রী না দেখে চেনার বা বুঝার উপায় নেই কে কোন মানের শিক্ষক। শিক্ষিকা। সবাই বিষয়ভিত্তিক। যারা ভার্নাকুলার বা মাতৃভাষার শিক্ষক বা জুনিয়র শিক্ষক হয়ে চাকরিতে যোগ দেন তারাও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক।শিক্ষিকা। তা'হলে সবাই যখন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকা তখন সবার বেতন স্কেলও সমান হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কোন জুনিয়র শিক্ষক টাইম স্কেল পেয়ে সহকারী শিক্ষককে ছাড়িয়ে গিয়ে তিনি সহকারী শিক্ষক বলে দাবী করে পদোন্নতি চাইছেন। আবার কোন জুনিয়র শিক্ষক স্নাতক ও বিএড করে সহকারী শিক্ষক পদের জ্যেষ্ঠতা দাবী করছেন। আগে নিয়ম ছিল, কোন জুনিয়র শিক্ষক সহকারী শিক্ষক হওয়ার শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করলে বিভাগীয় উপ-পরিচালক তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে সহকারী শিক্ষক পদে পদোন্নতি দিতেন এবং সেখান থেকে তার জ্যেষ্ঠতা গণ্য করা হত। কিন্তু হঠাৎ আদেশ জারি হলো, যে সকল শিক্ষক সহকারী শিক্ষক হওয়ার শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা সহকারী শিক্ষকের স্কেল ও মর্যাদা পাবে। কিন্তু পদোন্নতির বেলায় তাদের জ্যেষ্ঠতা কোন তারিখ থেকে গণনা করা হবে তা ঐ আদেশে লিপিবদ্ধ নেই। উল্লেখ নেই তাদের মর্যাদা দেয়ার জন্য বিভাগীয় উপ-পরিচালক বা মহাপরিচালকের পদোন্নতি পত্র প্রয়োজন হবে কি না। ফলে বিভিন্ন সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে। প্রধান শিক্ষক। শিক্ষিকাবৃন্দ তাদের সহকারী শিক্ষকের স্কেল দিচ্ছেন কিন্তু জ্যেষ্ঠতা গণনা করছেন না। এখন বাংলাদেশের সকল জুনিয়র শিক্ষক।শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে আমি শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নিকটএকটা সুস্পষ্ট বক্তব্য ও ব্যাখ্যা জানতে চাই যে,জুনিয়র শিক্ষক যারা স্নাতক ও বিএড করেছেন,তারা কোন তারিখ থেকে পরবর্তী পদোন্নতির জন্য জ্যেষ্ঠতা পাবেন। আশা করি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখবেন।

--আহসান উল্লাহ, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক, ঠাকুরগাও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর।